দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

ডকুমেন্টেশন

008

ট্রয়ের হেলেন এবং কচুয়ার বিদ্যালয়

কণিকা মাহফুজ

আজকাল যত্রতত্র তুমুলে লড়াইয়ের খবর। ঢাকার একটি পত্রিকায় একজন পত্রলেখক এরকম এক লড়াইয়ের খবর দিয়েছেন। উঁহু, ইরান-ইরাকের লড়াই নয়। আফগানিস্তান সীমান্তের কথাও নয়। আমাদেরই জীবনের কথা। মানে জীবন সংগ্রামের অংশবিশেষ। পত্র লেখক একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। লড়াই একটা স্কুলকে কেন্দ্র করেই। তার কথায় স্থানীয় চেয়ারম্যান এবং জনসাধারণের মধ্যে লড়াই। লড়াইয়ে পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ তো থাকবেই। তবে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি এই সমাজে কোন রকম লড়াইয়ে যদি জড়িয়ে পড়েন তবে লড়াইয়ের গতিবিধি একটা নির্দিষ্ট পথ ধরেই এগোয় সাধারণত। ইতিমধ্যে যদি আরো প্রভাবশালী কেউ এসে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। শুধু তখনই লড়াইয়ের মোড় অন্যদিকে ঘোরানো সম্ভব।

পত্রলেখক প্রশ্ন করেছেন, লড়াইয়ে জিতবে কে? খুব কঠিন প্রশ্ন তো মনে হয় না। এতো আর বসরা শহর নিয়ে ঘটনা নয় যে তা দিনের বেলায় ইরাকের আর রাতের বেলায় ইরানের হবে। একটা স্কুল নিয়ে লড়াই। স্থানীয় চেয়ারম্যান চাইছেন স্কুলটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরিয়ে নিজের বাড়ির পাশে নিয়ে আসতে। অত্যন্ত সুন্দর পরিকল্পনা সন্দেহ কি। নিজের কর্মস্থল বা সন্তানের স্কুল কলেজের কাছাকাছি থাকতে তো আমরা সবাই-ই চাই, সেভাবেই বাড়ি খুঁজি। কিন্তু জায়গামত বাড়ি-ঘর কি আর সব সময় পাওয়া যায়? তারচেয়ে স্কুল-কলেজ অথবা অফিসই যদি বাড়ির কাছে তুলে আনা যেত তাহলে বেশ হত। সবার পক্ষে এ কাজটি অবশ্যই সম্ভব নয়। তবে এই সমাজে কারো কারো পক্ষে নিশ্চয় সম্ভব। সম্ভব বলেই তো ওই চেয়ারম্যান সাহেব এরকম একটা উদ্যোগ নিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ বাদ সেধেছেন। তারা বাধা দিচ্ছেন। লড়াই সে-জন্যেই। পত্রলেখক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে স্কুলের জন্যে বরাদ্দ সরকারী অনুদানের কিছু টাকা ব্যক্তিগতভাবে খরচ করার অভিযোগও করেছেন।

আজকাল স্কুল যেমন খুব লাভজনক প্রতিষ্ঠান তেমনি শিক্ষাও অর্থকরী বিষয় হয়ে উঠছে। বিদ্যা যে অমূল্য ধন একথা বুঝতে কারো বাকি নেই। কি গান আছে না—স্কুল খুইলাছে রে মাওলা.......? স্কুল খোলার তাৎপর্য আমাদের মত ভাল আর কে বোঝে? খাতাকলম না থাকলে আটকায় না, ছাত্রদের বেতন, সরকারী অনুদান এসব থাকলেই চলে, স্কুলের চলা না চলা তো এসবের ওপরেই নির্ভর করে।

নগরীতে অবশ্য শিক্ষা বিষয়ক আরো অনেক ব্যবস্থা আছে। কোচিং সেন্টারে প্রাইভেট টুইশন। দিনকে দিন শিক্ষা অত্যন্ত মূল্যবান পণ্য হয়ে উঠছে। এবার সর্বস্তরে শিক্ষাপ্রীতি জাগবার সঙ্গত কারণ দেখা দিয়েছে। এমন অর্থকরী বিষয়ের প্রতিই তো মানুষ আকৃষ্ট হয়। অবশ্য আকৃষ্ট হওয়া আর তাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া—দুটো যে এক নয় এতো আদিসত্য। তবু শিক্ষার জন্যে এ আগ্রহ সত্যি বড় গৌরবের বিষয়। যারা এ আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছেন তারা ন্যায্যভাবেই হয়ত একটা ধন্যবাদ পাবার আশা করতে পারেন।

শিক্ষা এরকম মূল্যবান হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কিত ঘটনাও বাড়ছে। শিক্ষার যে এমন বহুমুখী সম্ভাবনা আছে তা এতদিনে আমাদের কাছে কেমন পরিষ্কার হয়ে আসছে।

আরেকজন পত্রলেখক একটা সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখেছেন একটা কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনের ভাষা সম্পর্কে।—পাসের নিশ্চয়তা ১০০%। বিফলে মূল্য ফেরত।—আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন সন্দেহ নেই। পত্রলেখক অবশ্য বলেছেন তার ওষুধের বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়েছে। মনে পড়া সম্ভব। ওষুধের বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়তে পারে। কোন মারদাঙ্গা সিনেমার বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়লেও ক্ষতি নেই। —আসিতেছে আসিতেছে—। অথবা মারমার কাট কাট করে চলছে—। কি উত্তেজনাময় ভাষা। এমন বিজ্ঞাপনে চোখ পড়লেই ঝিমিয়ে পড়া মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বাস্তব জীবনে যারা মারপিটকে একটু ভয়ই পায় বিজ্ঞাপনী ভাষার আশীর্বাদে তাদের মনেও বেশ জঙ্গী ভাব এসে যায়। তা শিক্ষা সংস্কৃতি সব কাছাকাছি বিষয়ই তো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর সিনেমা বিজ্ঞাপনে মিল থাকলে ক্ষতি কি?

মূল লক্ষ্যণীয় বিষয় হল শিক্ষা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় তথ্য এখন লাইম লাইটে চলে এসেছে। পরীক্ষায় নকল, জাল সার্টিফিকেট, ভুয়া প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষক এসব তো সব সময়েই ছিল। কিন্তু এখন বেশ পরিকল্পিত অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধুনিকায়ন বলা হলেও ক্ষতি নেই। কোন বিষয় অর্থকরী না হলে তা আকর্ষণীয় হবে কেন? তা এখন শিক্ষাকে বেশ অর্থকরী করে তোলা গেছে। শিক্ষাপ্রীতির প্রসার এবার না হয়েই যায় না। পরীক্ষার খাতায় 'কি হতে চাও' বিষয়ক রচনা লেখার রেওয়াজ আছে একটা। এক সময় শিক্ষক হবার কথা বা শিক্ষা বিষয়ক ব্যবসা ফাঁদার অ্যামবিশনের কথা কেউ বড় একটা লিখত না। মনে হয় এখন লিখবার সময় এসেছে। 'বড় হয়ে আমি একটা আদর্শ কোচিং সেন্টার খুলতে চাই' অথবা 'স্থানীয় বিদ্যালয়টিকে আমার বাড়ির পাশে তুলে আনতে চাই'—এরকম কথা কেউ যদি রচনায় লিখে থাকে তাহলে রচনার যুগোপযোগিতা অস্বীকার করা যাবে না।

বিদ্যালয় নিয়ে লড়াইয়ের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলাম। এ জগতে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু আকর্ষণীয় শুধু তাই নিয়েই লড়াই হয়—তা ট্রয় নগরীর হেলেনই হোক আর কচুয়া উপজেলার বিদ্যালয়ই হোক। আমাদের সমাজে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে এমন আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে এটা গৌরবের বলেই ধরে নিতে ইচ্ছা হয়। কারণ যাই হোক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবার চোখে এমন অর্থময় হয়ে ওঠাতেই তো তার জন্যে প্রেম-প্রীতি। তাকে নিয়ে লড়াই। হেলেনের জন্যে ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল। শিক্ষাপ্রীতি ততদূর না গড়ালেই মঙ্গল অবশ্য।